অদ্বিতীয়। এখানে মরুস্থলে পড়িয়াছি কি করিব। আইস আমার দেশে। তদনন্তর আমার বচন শুনিয়া সকল পক্ষীরা সকোপ হইল। তেমন বলিয়াছেন সর্পের জলপান কেবল বিষবর্দ্ধন। মূর্খের উপদেশ করিলে কোপ শান্তি হয় না। অন্য প্রকার বিদ্বান কে উপদেশ করা কর্ত্তব্য অবিদ্বানকে কদাচ নহে। দেখ বানরকে উপদেশ দিয়া পক্ষীরা স্থান ভ্রষ্ট হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। সে কহিতেছে।—

নর্ম্মদা তীরে বিশাল শাল্মলী নামে এক তরু আছে। সেই তরুতে বর্ষা কালে পক্ষী সকল বাসা করে সুখে বাস করে। তারপর এক দিন অতি ঘোরতর মেঘেতে মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ হইতেছে সেই তরুর তলেতে কতকগুলি বানর শীতে কম্পবান

হইয়াছে। তাহারদিগকে দেখিয়া পক্ষীরা বলিল ওহে বানরেরা শুন আমারদের এই বাসার তৃন দিয়া হস্ত পদাদি আচ্ছাদন কর। তাহা শুনিয়া বানরেরা আলোচনা করিলেন ভাল দেহ তাহা করিলে বৃষ্টি উপসম হইলে পর ঐ বানরেরা বৃক্ষে আরোহন করিয়া সকল পক্ষীর বাসা ও ডিম্বাদি ভগ্ন করিয়া অধতে ফেলাইয়া দিল। অতএব আমি বলি অবিদ্বানকে উপদেশ দেওয়া এই ফল। বক কহিতেছে তারপর পক্ষীরা কোপেতে বলিল তোমার রাজহংসকে কেডা রাজা করিল। তখন আমিও জাত ক্রোধেতে কহিলাম তোমারদের ময়ূরকে কে রাজা করিল। ইহা শুনিয়া তাহারা আমাকে হনন করিতে উদ্দ্যত হইল আমিও আপনার বিক্রম দেখাইলাম। যে হেতুক পুরুষের ভূষন অন্য প্রকার স্ত্রীর ভূষন ক্ষমা ও লজ্জা পরাভবে পরাক্রম সুরতে বৈজাত্য রাজা

হাসিয়া কহিতেছে আপনার আর পরের বলা বল সাক্ষাতে জানা যায় অসাক্ষাতে সকলেই অপমান করিতে পারে। অন্য প্রকার ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ শস্য খাইয়া বাক দোষেতে মরিলেন। বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। রাজা কহিতেছেন।———

হস্তিনা পুরেতে বিলাষ নামেতে এক রজক আছে তাহার গর্দ্দভ অনেক বহিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল মরিবার ন্যায় হইয়াছে। তাহারপর সে রজক ব্যাঘ্রের চর্ম্ম লইয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল তাহা করিলে অরন্যের নিকট শস্যেতে ছাড়িয়া দিল। তারপর সকল ক্ষেত্রপতিরা তাহাকে ব্যাঘ্র জ্ঞান করিয়া পলায়ন করে। তারপর এক দিন কোন এক ক্ষেত্র রক্ষক এক কম্বল গায় জড়াইয়া ধীনুর্ব্বানে কুজ্জা করিয়া আছে তারপর গর্দ্দভ শস্য খাইয়া হৃষ্ট পুষ্ট

হইয়াছে অতএব ওহাকে গর্দ্দভী জ্ঞান করিয়া ওহ্ব শব্দ করিলেক। সে শুনিয়া বলিল যে এ গর্দ্দভের শব্দ এই নিশ্চয় হইলে তীরে হনন করিল। অতএব আমি বলি অনেক দিনের চরন এই ফল। দীর্ঘমুখ কহিতেছে তারপর পক্ষীরা কহিলেক ওরে দুষ্ট বক তুই আমার দের স্বামীকে মন্দ কথা কহিস অতএব তোকে ক্ষেমা করিব না। ইহা বলিয়া চোঠে ঠুকরিয়া সকোপে কহিলেক দেখ ওরে মূর্খঃ সে রাজহংস সর্ব্বদা মৃদু তাহার রাজ্যে অধিকার নাই। যেমন একান্ত মৃদুর করতলস্থ ধন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তোর রাজা মৃদু সে কেমনে রাজ্য শাসন করে। কিন্তু তুই কূপের বেঙ এ জন্যে তাহার আশ্রয় লইয়াছিস। শুন ফল ছায়া যুক্ত মহত বৃক্ষের সেবা কর্ত্তব্য। যদি দৈবাৎ ফল না থাকে তবু ছায়া কে

নিবারণ করে। অন্য হীন সেবা অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য মহদাশ্রয়। জল যে তাও শুক্তির হস্তে মদিরা হয় অন্য প্রকার নির্গুণের হাতে গুণবান যে সে অল্পতাকে যায় যেমন আধার আধেয় অভাবে অন্ধের দর্পণের ন্যায়। বিশেষ অতি শক্তি রাজাও ব্যপদেশে সিদ্ধি হয় যেমত শশির ব্যপদেশে শশকেরা সুখী হইল। আমি কহিলাম সে কি। পক্ষিরা কহিতে লাগিল।———

কদাচিৎ বৃষ্টির অভাবে তৃষ্ণার্ত্তগজ যূথ পতিকে বলিতেছে। নাথ আমারদের কি উপায় জীবনের। সকল ক্ষুদ্র জন্তুর নিকটস্থ স্থান আছে জল পানের। আমারদের তো তাহা নাহি আমরা কি করিব কোথায় যাব। হস্তী এই কথা শুনিলে অনেক দূর গিয়া অপূর্ব্ব এক জলহ্রদ দেখিয়া আইল। তারপরে

সেই খানে জল পান করেন। এক দিবস তাহার তীরস্থিত এক ক্ষুদ্র শশক ঐ হস্তীর পদতলে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। অনন্তর শিলীমুখ নামে শশক তাহা দেখিয়া চিন্তা করিতেছেন। ভাবিলেন এই যুথপতি প্রত্যহ এখানে জল পান করিতে আসিবেক তবে তো আমারদের কুল থাকিবেক না। ইহা শুনে বিজয় নাম শশক কহিতেছে তোমরা বিষাদ করিও না আমি তাহার প্রতিকার করিব তখন এ প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিল। গিয়া আলোচনা করিতেছে কেমনে হস্তীর সন্মুখেতে থাকিয়া বলিব। যে হেতুক স্পর্শ মাত্রে গজে নষ্ট করে ঘ্রাণ মাত্রে সর্পে পলায়ন করিলে দুর্জ্জন হাঁসিলে পরে দুর্জ্জনে নষ্ট করে। আমি পর্ব্বতের ওপর যাইয়া বলি তাহা করিলে হস্তী কহিতেছে কে তুমি কোথা হইতে আইলা। সে কহিতেছে আমি শশক ভগবানচন্দ্র আমাকে

তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। যূথপতি কহিলেক কি কার্য্য বল। বিজয় বলিতে লাগিল ওস্তাত্ শাস্ত্রে দূত যাহা কহে তাহা অন্যথা হয় না। সং যে সে অবধ্য ভাবের কারন কহে তাঁর আজ্ঞায় আমি বলি শুনহ তুমি চন্দ্র সর রক্ষক শশককে বিনাশ করিয়াছ সে অতি অনুচিত করিয়াছ। সে শশকেরা চিরকাল ইহার রক্ষক অতএব আমার চন্দ্র এই কহিয়াছেন তুমি হস্তীকে বারন করগিয়া যেন আর আসে না। যদি আর বার আসে তবে মারা পড়িবেক। তখন ওকুবান দূতকে যূথপতি কহিতেছে আমি না জানিয়া তাহা করিয়াছি আর করিব না। দূত বলিল যদি এমন হয় তবে এখানে সরোবরে কোপেতে কম্পবান ভগবানকে প্রনাম করিয়া যাও। তারপর হস্তীকে রাত্রিতে লইয়া জলের মধ্যে চঞ্চল চন্দ্র বিম্ব দেখাইয়া দিলে। যূথপতি প্রনাম করিয়া

বলিলেন হে দেব আমি অজ্ঞানে অপরাধ করিয়াছি অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর বারান্তর আর হইবেক না ইহাই বলিয়া প্রস্থান করিলেক। অতএব আমি বলি ব্যপদেশের বিষয়। তারপর আমি বলিয়াল সেই যে আমারদের প্রভু রাজ হংস তিনি মহাপ্রতা পান্বিত অতি বলবান তাহাতে ত্রৈলোক্যের প্রভুত্ব তাহার রাজ্য শাশন কোন বিষয়। তখন সেই পক্ষীরা বলিল কি কারন এ ভূমিতে চরিতেছ ইহাই বলে রাজা চিত্রবর্ন্নের নিকট লইয়াগেল। তারপর রাজার অগ্রে আমাকে দেখাইয়া তাহারা প্রনাম করিয়া বলিল মহা রাজ অবধান করুন এই দুষ্ট বক আমার অধিকারে চরে আর নিন্দা করে। রাজা বলিলেন কোথা হইতে আইল। তাহারা বলিল হিরন্যগর্ব্ভ রাজহংসের অনুচর কর্পূরদ্বীপ হইতে আসিয়াছে। তদনন্তর গৃধ্র মন্ত্রী আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেক। তোমার সে স্থানে মুখ্য মন্ত্রী কেডা। আমি বলিলাম সর্ব্বজ্ঞ নামে চক্রবাক। শুক বলিল দেব কর্পূরদ্বীপ আর যে লঘুদ্বীপ এ জম্বুদ্বীপের মধ্যে। সে স্থানে আপনকার অধিকার। রাজা কহিলেন এমন আছে। রাজা মত্ত শিশু দীনগর্ব্বী ইহারা অপ্রাপ্য যে তাহা বাঞ্ছা করে ইহা ভাবিয়া না জানি আর কি লভ্য হয়। তারপর আমি বলিলাম যদি বচন মাত্রে লাভ হয় তবে বটে কিন্তু সে কর্পূরদ্বীপে আমারদের প্রভু হিরণ্যগর্ব্ভ রাজহংস স্বামী আছেন। শুক কহিতেছে তাহার নির্ণয় কি। আমি বলিলাম যুদ্ধ রাজা হাঁসিয়া কহিলেক তুমি যাইয়া আপন স্বামীকে সজ্জী করগা। তখন আমি বলিলাম আপনার এক জন দুত পাঠাও। রাজা কহিলেক কে যাবে দৌত্য কর্ম্মে এমন প্রকার দুত চাহি ভক্ত গুনী শুচি দক্ষ প্রখর দুঃখী ক্ষমী ব্রাহ্মণ

পরযন্ত এ প্রকার দূত ওপযুক্ত এ প্রকার দূত অনেক আছে কিন্তু ব্রাহ্মনের কর্ত্তব্য। যে হেতুক স্বামীর আশীর্ব্বাদ করেন হীন ইচ্ছা করেন না ঈশ্বর সঙ্গীযে কালকূটের কালিমা হইল। তবে শুক জাওন শুক তুমি ইহার সহিত যাও আমারদের ইচ্ছা। শুক কহিতেছে যে আজ্ঞা মহা রাজ কিন্তু এ দুর্জ্জন বক ইহার সহিত যাবো না। তাহা কহিয়াছেন খল দুর্বৃত্ত করে তাহার ফল নিশ্চিত সাধুতে ফলে। দেখ দশানন সীতা হরন করিলেক কিন্তু সমুদ্র বাঁধা গেল। অপর দুর্জ্জনের সহিত কখন থাকিবে না ও যাবেও না। কাকের সহিত থাকিয়া হংস হত হইল পথিক করনক ও বর্ত্তক যাইতে মরিল গোপের হাতে। রাজা কহিতেছেন সে কি। শুক বলিতেছে।———

ওজ্জনী নগরীর পথে প্রান্তরে এক বটবৃক্ষ

আছে। সেই খানে এক রাজহংস আর।
কাক বাস করে। এক দিবস গ্রীষ্ম সময়ে
কোন পথিক পথশ্রান্তে সেখানে তীর ধনুক
রাখিয়া শয়ন করিল। তদনন্তর কিছু কাল
পরে তাহার ছায়া গেল তখন রাজহংস তার
মুখে রৌদ্র দেখিয়া কৃপাতে আপন পাখা
প্রসার করিয়া পুনর্ব্বার ছায়া করিল। পরে
পথিক সেই ছায়ায় অত্যন্ত নিদ্রায় মুখ মেলি
য়াছে। তারপর সুখ অসহিষ্ণু স্বভাব সেই
কাক তাহার মুখে পুরীষ করে পলায়ন করিল।
তখন ঐ পথিক উঠিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া
দেখিলে যে হংস বসিয়া আছে অতএব
তাহাকে তীরে হনন করিলেক। এই আমি
পথিকের কথা কহিলাম।———

এক দিন গরুড়ের যাত্রা প্রসঙ্গে সকল পক্ষী
সমুদ্র তীরে গিয়াছে তারপর এক বর্ত্তক ও কাক

যাইতেছে। তারপর পথের মধ্যে এক গোপ দধি ভাণ্ড অনাচ্ছাদক মাথার ওপর লইয়া যাইতেছে ঐ কাক তাহার ওপর বসিয়া দধি খাইতে লাগিল তদনন্তরে গোপ দধি ভাণ্ড ভূমিতে নামাইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিল কাক আর বর্ত্তকে তখন খেদাইতে গেলে কাক পলাইল বর্ত্তক স্বভাব নিরপরাধী মন্দ২ চলিতেছে তাহাকে পাইয়া গোপ বধ করিল। অতএব আমি বলি দুর্জনের সহিত কখন যাবে না ও বাস করিবে না। তারপর আমি কহিলাম ভ্রাতা শুক এ কি কথা কহ রাজা যেমন আমার প্রভু তেমন তোমার প্রভু। শুক কহিলেন এমন আছে কিন্তু দুর্জ্জনের বাক্য ভাল প্রিয় বটে যেমন অকাল পুষ্পের ন্যায় তথাপি ভয় জন্মায় তুমি দুর্জ্জন তোমার কথা ক্রমে বুঝিয়াছি। যে হেতুক এই দুই রাজার যুদ্ধ তোমার বচনেতে নিশ্চিত হইল। দেখ

পুত্যক্কে দোষ করিয়া মূর্থকে সান্ত্বিতে তুষিল যেমন ওপপতির সহিত আপনার স্ত্রীকে জুতার মস্তকে করিয়া নৃত্য করিলেক। আমি কহিলাম এ কি। সে কহিলেক।————

যৌবন শ্রীনগরে মন্দগতি নামে এক জুতার থাকে সে আপনার ভার্য্যাকে নষ্টা জানিয়া ওপপতির সহিত এক স্থানে দেখিলেক। তারপর এক দিন ঐ রথকার তাহার স্ত্রীকে বলিল আমি অমুক গ্রামে যাই ইহা বলিয়া গেল। তারপর কতক দূর গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আপন দ্বারে লুকাইয়া থাকিল। তারপর ওহার পতি গ্রামান্তর গিয়াছে জানিয়া তাহার ওপপতি সন্ধ্যাকালে আইল পশ্চাৎ তাহার সহিত খট্টার ওপরে ক্রীড়া করিতে নিযুক্ত হইল কিঞ্চিত কাল পরে ঐ খট্টার তলস্থিত তাহার স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ মাত্রে জানিয়া বিষণ্ণা হইল তদনন্তর তার

কহিতেছেন এ কি আজি আমার সহিত নির্ভয় ক্রীড়া কর না কেন মৌন হইলা কি জন্য। সে কহিতেছে তুমি জান না ঐ যে আমার প্রাণেশ্বর যাহার সহিত আমার বালক কালা বধি প্রীতি তিনি অদ্য গ্রামন্তর গিয়াছেন তাঁহা বিনা এই গ্রাম পূর্ণ মনুষ্যেতে আমার প্রতি অরণ্য ন্যায় হইয়াছে কি জানি সেখানে কি খাইয়াছেন কিম্বা কি প্রকারে শুইয়াছেন এজন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ওপপতি কহিতেছে তোমার এ কি স্নেহ সে কহিতেছে পুরুষ কর্ত্তৃক যে ভক্তা যে ক্রোধ দূষ্য ও ভর্ত্তারে সুপ্রসন্না সেই নারী ধর্ম্মভাগিনী। আর বলি। নগরস্থ কিম্বা বনস্থ পাপ কিম্বা শুচি হওক যে স্ত্রীর স্বামী প্রিয় সেই স্ত্রী প্রধানা। অন্য ভূষণ হীন নারীর স্বামী পরভূষণ স্বামী বিহীনা যদি অলঙ্কার বিশিষ্টা নারী হয় তথাপি সে অশোভনা।

তুমি পাপমতি তার চঞ্চল মন পুষ্প তাম্বুলের ন্যায় ইচ্ছা হইল সেবা করিলাম ইচ্ছা না হইল না করিলাম কিন্তু তিনি স্বামী আমার ঈশ্বর তিনি আমাকে বিক্রয় করিতে ও দেবতাকে দিতে বিতরন করিতে পারেন তাহার জীবনে আমার জীবন তাহার মরনে আমি অনুমৃতা যাইব। যে হেতুক সাড়েতিন কোটী লোম মানুষের শরীরে তাবত কাল স্বর্গে বাস করে যে স্বামীর সহিত অনুমৃতা যায়। অন্য প্রকার সাঁপুড়্যা যেমন গর্ত্ত হইতে সাপ বলেতে ওঠায় তেমনি পতিকে লইয়া সে স্ত্রী স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী মৃত পতির সহিত চিতায় আপন প্রান ত্যাগ করে সে শত লক্ষ পাপ করিলে ঐ পতিকে গ্রহন করিয়া সুর লোক পায়। এই সকল কথা চুতার শুনিয়া বলিতেছেন আমি ধন্য যদি এমন প্রিয় বাদিনী স্ত্রী স্বামী বৎসলা মনেতে ঈর্ষা করিয়া সেই স্ত্রী পুরুষ

সহিত যাদুা মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই আমি বলি পুত্যক্ষ দোষ করার বিষয়। তারপর আমি রাজার যেমন ব্যবহার পুজা করিয়া আসিয়াছি শুবো আমার পশ্চাৎ আছে। এ সকল বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। চক্রবাক হাঁসিয়া কহিতেছে বক দেশান্তর গিয়া যেমন শক্তি রাজকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে। কিন্তু এ মূর্খের স্বভাব শত দিলে ও বিবাদ করিবেক না এই বিজ্ঞ লোকেরসম্মত বিনা হেতুতে দ্বন্দ করা এ মুর্খের লক্ষন। রাজা কহিতেছেন এখন যাহা করিয়া আসিয়াছে তাহার বিবেচনা সম্প্রিতি যাহাতে ভাল হয় তাহা অনুসন্ধান কর। চক্র কহিতেছে মহা নির্জ্জনে কহি যেমন পণ্ডিতেরা আকার জ্ঞানেতে চক্ষু গাত্র বিকারেতে মন বিবেচনা করে সে হেতুক নির্জ্জনে মন্ত্রনা কর্ত্তব্য রাজা মন্ত্রী সেই খানে

থাকিলেন আর২ লোক অন্যত্রে পুস্থান করিল। চক্রবাক কহিতেছে দেব আমি এমন জানি আমারদের কোন নিয়োগী প্রেরিত বক করন এই অনুষ্ঠান হইল। রাজা কহিতেছেন ইহার কারন আছে পশ্চাৎ নিরূপন করা যাবেক সংপ্রতিক যে কর্ত্তব্য হয় তাহা নিরূপন কর। চক্রবাক কহিতেছে দেব তাবৎ পরিচর্য্যা ত্যাগী করহ তাহার বলাবল আগে আমরা জানি। যে রাজা আপন রাজ্যের কার্য্যাকর্য্য অবলোকনে পটু চক্ষু আছে সেই ভাল ইহা যাহার নাই সেই অন্ধ। সে দ্বিতীয় বিশ্বাস পাত্র গ্রহন করিয়া যাওক তাহার সহিত আপনি অবস্থান করন এই কথা কহিয়া দ্বিতীয় কার্য্য কুশল চর প্রস্থান করিলেন। শাস্ত্র বিজ্ঞান হেতু তপস্বী চিহ্ন যুক্ত যে স্বীয়চর তাহার সহিত কহিতেছেন অমুক স্থানে তীর্থ আছে অমুক গ্রামে দেবতা আছে যে জলে স্থলে চরে

এমন যে ছোট চর ঐ বক নিযোগ করিলেক এমন এক বক দ্বিতীয় পাইলে তার গৃহ লোক রাজ দ্বারে আছে কিন্তু এ সকল সুগুপ্তে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে মহারাজ মন্ত্রভেদে যে দোষ হয় তাহা আমি বলিতে পারি না এই পণ্ডিতের মত। রাজা চিন্তা করিয়া কহিতেছেন আমি উত্তম চর পাঠাইয়াছি। মন্ত্রী কহিতেছে তবে সংগ্রামে বিজয় পাইবা। এই সকল কথোপ কথন হইতেছে ইতি মধ্যে দ্বার আসিয়া প্রনাম করিয়া কহিতেছে মহারাজ জম্বুদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া দ্বারে দাণ্ডাইয়াছে রাজা চক্রবাকের দিগে অবলোকন করিলেন। চক্রবাক কহিতেছেন তাবৎ তোমার স্থানে থাকুক পাশ্চাৎ আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাহার কথাক্রমে দ্বারী আপন স্থানে লইয়া গেল। রাজা কহিতেছেন সংপ্রতিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। চক্রবাক কহিতেছে মহারাজ আগে যুদ্ধ করা

বিধি নহে যে হেতুক যে মন্ত্রী আগে রাজাকে যুদ্ধ কি ভূমি ত্যাগ করিতে বিচার না করিয়া পরামর্শ দেয় সেও কি ভৃত্য। অপর শত্রুকে যুদ্ধেতে কদাচ জয় করিতে ইচ্ছা করিবে না যে কারন দুইয়ের মধ্যে বিজয় অনিত্য হইয়াছে। অপর সকলেই শূর আসাদিত যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে পরের সামর্থ্য না দেখিয়া সকলেই অহঙ্কারযুক্ত হয় কিন্তু যেমন কাঠ দিয়া পর্ব্বত ওঠান যায় তেমন হস্ত দিয়া ও হয় না অতএব অল্প উপায়েতে মহা সিদ্ধি হইতেছে এই মহত মন্ত্রনা কিন্তু বিগ্রহ উপস্থিত দেখিয়া ত্যাগ করিবেক যেমন কালেতে যত্ন করিয়া কর্ষন করিলে তাহা ফলবতী হয়। অপর অনেক দূর থাকিলে ভয় যুক্ত হইবেক নিকট হইলে শূরতা গুন হইবেক মহা বিপত্ত্য হইলে স্থিরতা। অন্য প্রকার প্রযত্নে সকল কর্ম্মের আলোচনা করিবেক উৎকণ্ঠিত কর্ত্তব্য নহে যেমন উত্তাপ পাষান ভেদ করিতেছে

তেমন শীতল জল ও কি ভেদ করে না।
বিশেষ চিত্রবর্ন রাজা মহা বলবান যে হেতুক
বলীর সহিত যুদ্ধে ইহার নিদর্শন নাহি হস্তীর
সহিত যুদ্ধেতে নর অবশ্য মরে যে কালি
প্রাপ্ত হইয়া অপকর্ম্ম করে সে মূর্খ বলবা
নের সহিত কিটপক্ষী যেমন কিন্তু সহস্র প্রহার
করে যদি তখন সঙ্কোচে কচ্ছপের ন্যায় জ্ঞান
বান যে কাল প্রাপ্ত হইলে ক্রুর সর্পর ন্যায় ওঠে
গুণায়ুক্ত যে ক্ষুদ্র সে মহতের সহিত তুল্য যেমত
নদীর বেগে তৃনের ন্যায় বৃক্ষ উৎপাটন করে।
অতএব শত্রুকে আশ্বাস দিয়া রাখ যাবৎ যুদ্ধ
সজ্জা হয়। যে হেতুক বেড়া বিনর্দ্ধরে একশত যোদ্ধে
এমন শত সহস্র যুদ্ধে যুক্ত করে। কিন্তু শত্রু
পরাভবে কাহার অদুর্গ বিষয় রাজা অদুর্গ
আশ্রয় করিবে না সে কাহার ন্যায় যেমন
ডোঙ্গা হইতে জলে পতন হয়। যুদ্ধে মহাঘাত

কিন্তু বেত্তা সৈন্য যোগ করিবেক। সযন্ত্র সজল সরিৎ শুস্কভূমি বনাশ্রয় বিস্তীর্ণ অতি বিষম হীন ধান্যে হীনান্বিত প্রদেশ এই সকল যুদ্ধের অস্পদ। রাজা কহিতেছে যুদ্ধ আনুসন্ধানে কাহাকে যুক্ত করিবে। চক্র কহিতেছে যে জন যে কার্য্যে কুশল তাহাকে সেই স্থানে নিয়োজন করন কর্ম্মে অদৃষ্টকর্ম্মা যদি শাস্ত্রজ্ঞ হয় তাহাকেও ত্যাগ করিবেক অতএব সারসকে আনাইয়া দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত করহ। যে হেতুক সকল সংগ্রহ হইতে ধান্য সংগ্রহ উত্তম। রত্নে কিছু হয় না যেন রত্ন মুখে দিলে তাহায় প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না। যেমন সকল রসের মধ্যে লবন রস উত্তম যাতে তাহা বিনা যাদৃশ ব্যঞ্জন গোময়বৎ হয় তাদৃশ সকল ধনের মধ্যে ধান্য। রাজা কহিতেছেন সত্ত্বর গিয়া সকল কর। এই কথোপ কথন হইতেং পুনর্ব্বার

দ্বারী আসিয়া কহিতেছে। মহারাজ পুনরায় সিংহলদ্বীপ হইতে মেঘবর্ণ নামে কাক সপরিবারে দ্বারে ডাণ্ডাইয়া আছে আপনকার চরণ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। রাজা কহিতেছে কাক সর্ব্বজ্ঞ ও বহুদর্শী অতএব তাহাকে যুদ্ধে গ্রহন কর। চক্রবাক কহিতেছে কিন্তু কাক স্থলচর সেই হেতুক বিপক্ষ কি কারন তাহাকে গ্রহন করিবা। তাহা কহিয়াছেন। আপন পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যে পরপক্ষেতে রত হয় সে পর করনক নীল শৃগালের মত নষ্ট যায়। রাজা কহিতেছেন সে কি। মন্ত্রী কহিতেছে।———

এক অরন্যে কোন শৃগাল থাকে সেই শৃগাল স্বেচ্ছাতে নগরের নিকট বেড়াইতে গিয়া নীলের হ্রদে পড়িলেন তারপর তাহা হইতে উঠিতে অসমর্থ হইলে প্রাতে আপনাকে

মৃতবৎ দেখাইয়াছে। তদনন্তর নীলিভাণ্ডের স্বামী তাহা জানিয়া তাহা হইতে উঠাইয়া দূরে ফেলাইল তারপর পলায়ন করিলেক। তখন বনে গিয়া স্বকীয় অঙ্গ নীল বর্ণ দেখে চিন্তিত হইল আমি এখন উত্তম বর্ণ অতএত উত্তম সিদ্ধি করি। ইহাই বিবেচনা করিয়া সকল শৃগালকে ডাকিয়া কহিতেছে আমি ভগীবতী বনদেবী করনক সর্ব্বৌষধী রসেতে বনরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছি। অতএব এ অরন্যে আমার আজ্ঞাধিন কার্য্য করিতে হবে। শৃগালেরাও বিশিষ্ট বর্ণ দেখিয়া অষ্টাঙ্গে প্রনিপাতে কহিতেছে যে আজ্ঞা আপনি যেমন বলেন তাহাই করিব সকলেই তোমার আজ্ঞা বহ হইলাম। এই প্রকারে সে সকল জাতির মধ্যে প্রধান হইল। তারপর সে সিংহ ব্যাঘ্রাদির সভা পাইয়া সকল শৃগালকে দেখে লজ্জিত হইয়া সমুদায় জাতিকে

দূর করিয়া দিল। তদনন্তর সকল শৃগালকে বিষন্ন দেখিয়া এক বৃদ্ধ শৃগাল কহিলেক তোমরা দুঃখিত হইও না ওহারা জানে না এক্কারণ নীতি বিদ হইতে আমরা দূর হইলাম ভাল যাহাতে ও নষ্ট হয় তাহা করিব।——

তারপর ঐ ব্যাঘ্রাদিরা কেবল বর্ণ জানিয়া তাহাকে রাজা করে মানে থাক যাহাতে তাহারা শৃগাল পরিচিত হয় তাহা করিতেছি। এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া এক দিবস সন্ধ্যা সময়ে তাহারদের নিকট এক কালিন সকল শৃগাল শব্দ করিয়া উঠিল। তাহারদের শব্দ শুবন করিয়া ও জাতি স্বভাবে শব্দ করিলেক। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্রাদি জ্ঞাত হইল যাহার যে স্বভাব সে কখন ত্যাগ করিতে পারে না। যদি কুক্কুর রাজ্য পায় তবু কি তাহার সে স্বভাব যায়। তখন শব্দ জানিয়া সে ব্যাঘ্রেতে তাহাকে নষ্ট করিলেক। তাহা কহিয়াছেন।

ছিদ্র মর্ম্ম বীর্য্য নিজ শত্রু সকল জানে সে অন্তরে২ দাহন করে যেমন অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ এই জন্যে আমি বলি আত্মপক্ষ পরিত্যাগের এই ফল। রাজা কহিতেছেন যদি এমন হয় তথাপি দেখ সে দূর হইতে আসিয়াছে তাহারে যুদ্ধে বিচার কর্ত্তব্য। চক্র কহিতেছে যদি হয় তবে যুদ্ধে সজ্জী করহ ইহার পর শুককে আনিতে পাঠাইলেন। যে হউক তীক্ষ্ন দূত পাঠাইয়া চঞ্চল রাজাকে নষ্ট কর এই কথা কহিতে২ বীরসমন্বিত রাজা দূরান্তরিত দূতকে দেখিলেন তদনন্তর সভা করিয়া কাক আর শুককে আহ্বান করিলেন। কিঞ্চিত উন্নত মস্তক দত্তাসনের ওপর বসিয়া কহিতেছে ওহে হিরণ্যগর্ব্ভ মহা রাজাধিরাজ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণ তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যদি জীবনের ইচ্ছা প্রয়োজন আছে তবে সত্বর আসিয়া আমারদের চরণে পড় যদি নহে

তবে থাকিবার কারন অন্য দেশ চেষ্টা কর। রাজা সকোপে কহিতেছেন আঃ কেহ আমার অগ্রে নাহি। তখন মেঘবর্ন উঠিয়া কহিতেছে মহা রাজ আজ্ঞা করেনতো এ দুষ্ট শুককে বধ করি। সর্ব্বজ্ঞ রাজা ও কাককে শান্তনা করিয়া কহিতেছে তাবৎ শুনুন। যে সভায় বৃদ্ধ নাহি সে সভাই নহে যে বৃদ্ধে ধর্ম্ম বাক্য না কহে সে বৃদ্ধই নহে ও যে ধর্ম্মে সত্য নাহি সে ধর্ম্মই নহে ও যে সত্যে ছল থাকে সে সত্যাই নহে। ধর্ম্মের এই। দূত যদি ম্লেচ্ছ হয় তবু সে বধ্য নহে যে হেতুক রাজা দূতকে যেমন কহিয়াছে সেও তেমনি বলিয়াছে তাহার কিছু অন্যথা নাহি। স্বাপকর্ষ হওক কি পরোৎকর্ষ হওক দূতোক্ত মানিতে হয় সৎ যে সে অবধ্য ভাবেতে দূত ত্যাগ করিবেক। তারপর রাজাও কাককে স্বভাব মন করিলে শুক উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। পশ্চাৎ

চক্রবাকুকে আনাইলে কনকালঙ্কারাদি দিয়া তোষ করিলেক। শুক বিন্ধ্যাচল পর্বতের রাজাকে গিয়া প্রনাম করিলেক। রাজা কহিতেছেন। শুক কি সমাচার ও দেশ কি প্রকার। সে কহিতেছে মহারাজ এখন সংক্ষেপে এই কথা যুদ্ধের উদ্যোগ করুন। ঐ যে কর্পূরদ্বীপ দেশ সে স্বর্গের একাংশ। রাজাও দ্বিতীয় স্বর্গ পতি তাহার বর্ননা করি এক মুখে এমন শক্তি আমার কি সে ইন্দ্র তুল্য সহস্র মুখেতে ও তাহার ঐশ্বর্য্য কহা ভার এই বুঝিবেন অধিক কি বলিব। তাহার কথা শুনিলে সকল শিষ্টলোক ডাকাইয়া রাজা মন্ত্রনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন বলিতেছেন সম্প্রতি যুদ্ধের কি উপদেশ তোমরা কহ অবশ্য বিগ্রহ কর্ত্তব্য হইল। তেমন কহিয়াছেন অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্ট কাহার ন্যায় যেমন সন্তুষ্ট রাজা। সলজ্জা বেশ্যা নষ্টা নিলজ্জা

কুল স্ত্রী নষ্টা। দূরদর্শী গৃধ্র কহিতেছে
দৈব দুঃখে যুদ্ধ বিধান নহে যে হেতুক মিত্র
অমাত্য যোদ্ধাকে দৃঢ় ভক্তি করিবেক যখন
শত্রু বিপরিত হয় তখন যুদ্ধ কর্ত্তব্য। ভূমি মিত্র
হিরণ্য এই তিন বিগ্রহের ফল এই সকল যখন
নিশ্চিত হয় তখনি যুদ্ধ কর্ত্তব্য। রাজা বলিতে
ছেন আমার সৈন্য দেখাও হে মন্ত্রী তখন ইহার
শুভযোগের আজ্ঞা দি আর গণককে ডাক
দিয়া শুভলগ্নের স্থির করিয়া দেহ কোন সময়
যাত্রা করিব। মন্ত্রী কহিতেছে সহসা যাত্রা
অনুচিত শত্রুর বল বিচার না করিয়া সহসা যে
ক্রোধ করে সে মূর্খ এমত যে করে তাহার
নিশ্চিত খড়্গধারা লাভ হয়। রাজা কহিতেছেন
তুমি আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিও না যেমন
জয়ীতে পরভূমি আক্রমণ করে তেমন কহ।
গৃধ্র কহিতেছে তাহা কহি কিন্তু সে অনুচিত

ফল। তাহা কহিয়াছেন অনুষ্ঠিত মন্ত্রণাতে ও অনুষ্ঠিত শাস্ত্রেতে রাজার কি। যেমন ঔষধি জাত না হইলে রোগের শান্তি হয় না মহা রাজ দেশের উপর অতিক্রম কর্ত্তব্য নহে যেমন শুনিয়াছি আমি তেমনি কহি শুন মহারাজ নদী পর্ব্বত দুর্গ বন যেখানে২ ভয় আছে সেই২ স্থানে সেনা নিযুক্ত করিবেক। বলাধ্যক্ষ অগ্রে যায় স্ত্রীরবীর পুরুষান্বিত মধ্যে বান্ধব স্বামী ভাণ্ডার সমূহ বল দুইদিগে অশ্ব অশ্বের পার্শ্বে রথ রথের পার্শ্বে হস্তী গজের পার্শ্বে পদাতি পশ্চাৎ সেনাপতি ও দুর্ব্বলেরা তাহার পার্শ্বে ঘোড়সোয়ার। মন্ত্রী যোদ্ধার সহিত এপ্রকার রাজা বল গ্রহণ করিবেক। সমভূমিতে অশ্ব জলে নৌকা পদাতি সর্ব্বত্রে হস্তী গমন জলে প্রশস্ত কহিয়াছে তাহার অন্যত্রে অশ্বের পদাতি সর্ব্বত্রে শৈল দুর্গ পথে নৃপ রক্ষন করে। শত্রুকে নাশ ও আবর্ষন করে এবং কণ্টক বৃক্ষ মর্দ্দন

করে ও পর দেশেও বনে প্রবেশ করে যেখানে রাজা সেইখানে ভাণ্ডার যেখানে ভাণ্ডার নাহি সেখানে রাজত্ব নাহি। ভাণ্ডার আপন যোদ্ধাকে দিবেক যে না দেয় তাহার যুদ্ধ হয় না যে হেতুক হে মহারাজ নরের দাস কখন নর নহে সকলেই অর্থের দাস গৌরব আর লাঘব সকলি ধনাধনের নিবন্ধন। যুদ্ধের ভেদ পরস্পর রক্ষা করে পদাতি অগ্রে অনেক যোজনা করে কিন্তু অন্য শত্রু আসিয়া তার পীড়া করে। রথ আর অশ্ব যুদ্ধে সমান সমভূমিতে হস্তী বৃক্ষ গুল্ম ধনুক বান অসি চর্ম্ম যুদ্ধের স্থলে বলেতে যেমন সন্মুখে হস্তী তেমন অন্য নহে। অশ্ব বল আর সৈন্য যেমন প্রাচীর তাহা হইতে অশ্বারূঢ় যে রাজা সে বিজয়ী হয়। তাহা কহিয়াছে যুদ্ধযান হয়ারূঢ় দেবের ও দুর্জ্জয় দূরস্থিত যদি শত্রু থাকে তার হস্তবর্ত্তী হয় প্রথম যুদ্ধে সকল বলের পালন

করিবেক দিগ পথ পত্তি কর্ম্ম ইহা বিচার করিবেক স্বভাব শূর অস্বস্থ অবিরক্ত অশ্রান্ত প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের প্রায় এমন বল সেই শ্রেষ্ঠ তম প্রভুকৃত সম্ভ্রান্ত যে সৈন্য সে অনেক যুদ্ধ করিতে পারে। অন্য সহস্র দিলেও তেমন হয় না তথাপি অসার সার বিচার কর বরং অল্প সার বল ভাল কিন্তু অসার অনেক ও কিছু নহে। অসার যে তাঁহা ভঙ্গ কর্ত্তব্য সার যে তাঁহা রাখুন। অপ্রসন্ন অনধিষ্ঠান আর বর্ত্তন হারক কাল যাপক অপ্রতিকার সে বৈরাগ্যের লক্ষণ শত্রুর বল পীড়ন না করিয়া যে শত্রুর সৈন্যকে সুখ সাধ্য করে সে কখন জয়ী হয় না। এই প্রকার নানা মত কহিতে লাগিলেন। রাজা কহিতেছেন আঃ অনেক কথায় কি কার্য্য আত্মোদয় যে সেই নীতি। তিনি হাসিয়া কহিতেছেন সকলি এমনি অন্য শাস্ত্র আর সাধ্যানাধিকরণ্য যেমন তেজ আর তিমির।

তারপর রাজা মৌহূর্ত্তিকের জ্ঞাত লগ্নে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তদনন্তরে হিরন্যগর্ব্ভের প্রেরিত চরে গিয়া সমাচার কহিলেক। মহা রাজ রাজা চিত্রবর্ণ প্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্প্রিতি মলয়া পর্ব্বতে তাহার সৈন্য অবস্থিতি করিয়াছে এখন আপনি যুদ্ধ শোধনের অনুসন্ধান করুন। তাহাতে তাহার গৃধ্র মন্ত্রী। কিন্তু কার পাইয়া যদি তাহার যুদ্ধের পুর্ব্বে বিশ্বাস কথা জানা যায় তবে ভাল হয়। রাজা কহিতেছে এ কার্য্য কাকের সম্ভব হয়। মন্ত্রী কহিতেছেন সে কদাচিৎ পারে যদি সে এ সকল কাযে উপযুক্ত হইত তবে সে তখন কি কারন শুক বধের উদ্যোগ করিবেক। অপর সে শুকের আগমনে তাহার বিগ্রহোৎসাহ গিয়াছে। রাজা কহিতেছে তথাপি সে আসিয়াছে তাহাকে নিযুক্ত কর্ত্তব্য। মন্ত্রী কহিতেছেন আগন্তুক হইতে কদাচিত

শুপকার দেখে। রাজা কহিতেছেন শুন্দ
পর হিত বন্ধু হয় এবং বন্ধু ও অহিত হয়
যেমন দেহস্থ ব্যাধি আর বনস্থ ঔষধী। অপর
বীরবর নামে রাজা ছিল তিনি অল্প কালের
সেবক হইয়া আত্মজ সুত বলিদান দিলেন।
বক কহিতেছে সে কি। রাজা কহিতেছেন।

আমি পূর্ব্ব কালে শূদ্রক রাজার ক্রীড়া
সরোবরে কর্পূরকেলী নামেতে রাজহংসের
কন্যা কর্পূরমঞ্জুরীর সহিত মহা প্রীতিযুক্ত
হইয়া ছিলাম সেই খানেতে বীরবর নামেতে
এক রাজার পুত্র কোন দেশ হইতে রাজ দ্বারে
আসিয়া দ্বার পালকে কহিতেছে আমি বর্ত্ত
নার্থী রাজপুত্র অতএব তুমি আমাকে রাজার
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেহ। তৎপরে
দ্বারী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিলে
কহিতেছে মহারাজ যদি আপনকার সেবকের

প্রয়োজন থাকে তবে আমাকে চাকর রাখুন। আমি চাকরী ব্যবসা করি। শূদ্রক কহিতেছেন তোমার বর্ত্তন কি। সে কহিতেছে প্রত্যহ পাঁচশত তোলা স্বর্ন দিবা এই আমার বর্ত্তন। রাজা কহিতেছেন তোমার সামগ্রী কি। বীরবর বলিতে লাগিলেন দুইবাহু তৃতীয় খড়্গ। তখন রাজা বলিলেন এত টাকা আমি দিতে পারি না তাহা শুনিয়া বীরবর প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর মন্ত্রীরা কহিতেছে মহারাজ চারি দিবস তাহার বর্ত্তন দিয়া জ্ঞাত হওন, উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত এত মাহিনা যে চাহে অবশ্য তাহার কিছু গুন থাকিবে বুঝি। তদনন্তর মন্ত্রীর কথা ক্রমেতে তাহাকে ডাকাইয়া তাম্বুল প্রদান ও পঞ্চ শত থান সুবর্ন দিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন ও এক জন অনুচর তাহার কর্ম্ম নিরুপনের জন্যে গোপনে রাখিলেন। তদনন্তর বীরবর সেই পঞ্চশত সুবর্নের অর্দ্ধেক ব্রাহ্মন

দেবতাকে দান করিলেন বক্রি অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক দুস্থিরদিগকে দিলেন তাহার অবশিষ্ট কতক ভোজন ও কতক আনন্দ কর্ম্মে ব্যয় করিলেন। এই প্রকারে নিত্য যায় রাজ দ্বারে দিবারাত্রি যত্ন ধারন করিয়া থাকেন যখন রাজার আজ্ঞা পায়েন তখন আপন গৃহে যান তাহার আজ্ঞা ব্যতিরেক কখন এক পা গতি কোন স্থানে করেন না। তারপর এক দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে সকরুন ক্রন্দনের শব্দ শুনিলেন তাহা শুনিয়া রাজা কহিতেছেন এখানে দ্বারী কে হে। তিনি কহিতেছেন মহারাজ আমি বীরবর। রাজা কহিতেছেন হাহে এই ক্রন্দন শব্দ কোথায় হইতেছে ইহার নিরুপন বিচু করিয়া আসিতে পার। বীরবর কহিলেন যে আজ্ঞা মহাশয় ইহাই বলিয়া চলিলেন। তদনন্তর রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন এই একাকি রাজ পুত্রকে অন্ধকারে

পাঠাইলাম এটা বড় অনুচিত হইল্‌। ভাল আমি ও ইহার পশ্চাৎ যাই দেখি এ কি করে কোথা যায় কি না যায় ইহা ভাবিয়া রাজা খড়্গ লইয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিলেন বীরবর নগর হইতে বাহির হইয়া এক বনের মধ্যে দেখিলেন রূপ বতী নব যৌবন সম্পন্না সকল অলঙ্কারে ভূষিতা স্ত্রীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমি কে কি কারণ রোদন করিতেছ সে স্ত্রী বলিতেছেন আমি এই শূদ্রক রাজার রাজলক্ষ্মী চিরকাল সুখেতে ওহার ঘরে কাল যাপন করিলাম এখন অন্যত্রে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি অতএব তাহার স্নেহের কারন ক্রন্দন করিতেছি। বীরবর কহিতেছে যেখানে অপায় সেইখানে উপায় আছে তবে কি কারন তুমি ত্যাগ করিয়া যাও ও কি হইলে বা তুমি থাকহ তাহা বল। লক্ষ্মী কহিতেছেন যদি তোমার আপন পুত্র শক্তিধর

কে ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলাকে পূজা করিয়া বলি
দান দিতে পারহ তবে আমি পুনর্ব্বার চিরকাল
বাস করি ইহাই বলিয়া অদর্শন হইলেন।
তারপর বীরবর আপন গৃহে গিয়া নিদ্রাবতী
স্ত্রীকে প্রবোধি করিলেন ও পুত্রকে উঠাইলেন
তোমরা দুই জন নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠ তখন
তাহারা উঠিলে বীরবর লক্ষ্মীর বচন সকল
কহিলেন তাহা শুনিয়া শক্তিবর কহিতেছেন
আমি হীনা এমন স্বামী রাজ্য রক্ষার্থে করিয়া
ছেন ইহাতে কে বিলম্ব করে। এই প্রকারে
আপন পুত্র লইয়া দুই জনায় চলিলেন। যে
হেতুক পণ্ডিত ব্যক্তি যে সে পরের অর্থে ধন
ও প্রাণ ব্যয় করে। শক্তিবরমাতা কহিতেছেন
যদি এ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে তথাপি তোমার কর্ত্তব্য
হইয়াছে তা নহিলে তোমার এত বর্ত্তন লয়ার
মর্য্যাদা থাকে না ইহাই আলোচনা করিয়া
সকলে সর্ব্বমঙ্গলার স্থানে উপস্থিত হইলেন

সেখানে গিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজাদি করিয়া বীরবর কহিতেছেন দেবী শূদ্রক মহারাজকে প্রসিদ্ধা হয়। ইহাই বলিয়া আপন পুত্রের শির ছেদন করিয়া দিলেন তাহা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন আর আমার চাকরি বা করিতে কায কি এখন নিষ্পুত্র হইলাম অতএব জীবন বৃথা। ইহা বিবেচনা করিয়া আপন শির ছেদন করিলেন তাহার পর সে স্ত্রী ও স্বামী পুত্রের শোকেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই সকল রাজা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিতেছেন ও বলিতেছেন আমার মত অনেক লোক জীবত আছে ও মরিয়াছে কিন্তু ইহার সদৃশ লোক পৃথিবীতে, হয় নাই হবে না অতএব ইহার পরিত্যাগে আমার রাজ্য বৃথা। এই সকল বিচার করিয়া রাজা ও আপন শির ছেদন করিতে খড়্গ লইলেন তখন ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা তাহার হস্তে ধরিয়া কহিতেছেন

পুত্র আমি তোমাকে প্রসন্না হইলাম কি কারণ তুমি বৃথা প্রাণ ত্যাগ করিবে তোমার রাজ্যে ভঙ্গ ও পরাজয় আর হইবেক না। রাজা অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতেছেন দেবী আমার রাজ্যেতে ও জীবনেতে কি প্রয়োজন যদি আমাকে রক্ষা করিতে চাহ তবে সেই বীরবর স্ত্রী পুত্রের সহিত জীবত হওক নতুবা আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। ভগবতী কহিতেছেন পুত্র এই ভৃত্যের ও তুম বাৎসল্য ক্রমে তোমাকে তুষ্ট হইলাম ঘরে যাও বিজয়ী হও। এই রাজপুত্র বীরবর স্ত্রী পুত্রের সহিত বাঁচিয়া উঠুক ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন। তারপর বীরবর স্ত্রী পুত্রের সহিত বাটী প্রস্থান করিলেন রাজা ও তাহারা না দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারপর প্রভাতে বীরবর দ্বারে বসিয়া আছেন রাজা পুনর্ব্বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেছে

মহারাজ সেই রূপবতী স্ত্রী আমাকে দেখিয়া অদর্শন হইল। তাহার সহিত আমার সাক্ষাত হইল না আমি ফিরিয়া আইলাম। তাহার বচন শুনিয়া রাজা চিন্তা করিতেছেন আমি কেমন করিয়া ইহার শ্লাঘা করিব এমন লোক হয় নাই ও হবে না অদৃষ্ট ও অশ্রুত ইহার সদৃশ লোক ত্রিভুবনে নাই। তারপর রাজা প্রাতঃকালে শিষ্ট সভা করিয়া সেই সকল বৃত্তান্ত তাহারদিগকে কহিলেন। তারপর সকল রাজ্য তাহাকে সমর্পন করিয়া দিলেন। অতএব বলি আগন্তুক জাতি মাত্রেই দুষ্ট নহে তথাপি উত্তম অধম মধ্যম আছে। চক্রবাক কহিতেছেন যে রাজার ইচ্ছাক্রমে অকার্য্য কার্য্যবৎ শাসন করে সেও কি মন্ত্রী বরং স্বামী মন দুঃখী হয়েন সে ও ভাল তবু তাহার অকার্য্য করিবে না। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। মন্ত্রী কহিতেছে।—

অযোধ্যাতে চূড়ামনি নামেতে এক ক্ষেত্রি আছে তিনি বীনর্থে হইয়া মহা ক্লেশে ভগীবান চন্দ্রুর্দ্ধ চূড়ামনি মহাদেবের আরাধনা চিরকাল করেন তারপর ওহার পাপ ক্ষয় হইলে ভগীবানের প্রেরিৎ যক্ষেশ্বর প্রত্যাদেশ হইয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিতেছেন যদি তুই আজি ক্ষৌর ও লগুড় হস্তে করিয়া ঘরের মধ্যে গোপনীয় স্থানে থাকিস তারপর দেখিবি এই অঙ্গনে যে ভিক্ষুক আসে তাহাকে নির্দ্দয় লগুড়ের প্রহারে বধ করিস। তারপর সে সুবর্ন কলস হইবে তাহাতে তুই যাবৎ জীবন সুখী হইবি। তদনন্তর তাহার কথাক্রমে প্রভাতে ওঠিয়া সেই সকল করিলেন তখন যে নাপিত ক্ষৌর করিতে আনিয়াছিল সেই সকল দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল বলিতেছে নিধি প্রাপ্তের এই ওপায় অতএব আমি ও কেন না করি।

সেই অবধি নাপিত তাহার মত লগুড় হস্তে করিয়া গোপনে ভিক্ষুকের আগমন দেখে। এক দিন এক ভিক্ষুক পাইয়া লগুড়ে বধ করিল। সেই অপরাধে রাজা তাহাকে ফাঁসি দিল অতএব আমি বলি পাপ পুন্যের এ ফল।

রাজা কহিতেছেন প্রস্তুত হও এখন মলয়া পর্ব্বতে চিত্রবর্ন রাজা উপস্থিত হইয়াছে তাহার যে প্রকার কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। মন্ত্রী কহিতেছে আমি আগত চরের মুখে শুনিলাম তাহার মহা মন্ত্রী গৃধ্রের উপদেশ যাহাকে চিত্রবর্ন আদর করেন কিন্তু সে মূঢ় মন্ত্রী সে জয় করিতে পারিবে না তাহা কহিয়াছেন লুব্ধ ক্রুর অলস মিথ্যাবাদী প্রমাদী ভীত মূঢ় প্রথম বীয় যে এমন মন্ত্রী সে শত্রু অতএব যাবৎ সে যুদ্ধ দ্বার রোধ না করে তাবৎ নদী পর্ব্বত বন পথে তাহার সেনা নষ্ট করিতে

সারস্বাদি সেনাপতিকে নিযোগ করা যাওক
উথাচ দীর্ঘ পথ শান্ত নদী পর্ব্বত বন সমূহ
ঘোরাগ্নি ভয়ে ত্রস্ত ক্ষুত পিপাসাতে পীড়িৎ
প্রমত্ত ভোজনেতে প্রাপ্ত ব্যাধি দুর্ভিক্ষতে পীড়িত
বৃষ্টি বাতাসেতে আকুল কাদা ধুলা জলেতে
আচ্ছন্ন এই সকলেতে মহীপাল পরের সৈন্য
নষ্ট করে ইহার পর তাহার প্রেরিত বলেরা
গিয়া যেমন অপকাশ পাইল সেই ক্রমেতে
চিত্রবর্ন্নের অনেক সেনাপতি ও সেনাকে হনন
করিল তারপর চিত্রবর্ন বিষন্ন হইয়া আপন
মন্ত্রী দূরদর্শীকে কহিতেছেন এখন ইহার কি
উপায় বল। কোথায় আমার অবিনয় আছে
তাহা কহিয়াছেন অনুপযুক্ত সৈন্য হইলে রাজ্য
কখন প্রাপ্ত হয় না যেমন উত্তম শ্রী জ্বরেতে
নষ্ট করে সেই লক্ষ্মী যে না যায় সেই সুখী
যে অরোগী উপযুক্ত বিদ্যা বীর্য্যার্থ যশেতে
বিনীত। গৃধ্র কহিতেছেন অবিদ্যান দ্বীপাল যদি

হয় তবে সে বৃদ্ধের সেবায় বৃদ্ধি হয় যেমন জলের নিকট তরু যে সাহসী নয় তাহার ওপায় নাই তুমি আপনার বলোৎসাহ দেখিয়া সাহস করিলা। মন্ত্রনা কথা কিছুই মানিলা না অতএব এই দুর্ম্নিতে তোমার এমন ফল হইল। তাহা কহিয়াছেন যে মন্ত্রনা মানে না তাহার ওপায় নাই তাহা নীতির দোষ নাহি সে কেমন যেমন কুপথ্যাশী রোগীর পীড়া শান্ত হয় না। লক্ষ্মীতে কাহার অহঙ্কার না করে মৃত্যুতে কাহাকে নষ্ট না করে স্ত্রীতে কাহার বিষয় না করে ইহাই বলিয়া আলোচনা করিলেন এ রাজা জ্ঞান হীন তাহা যদি না হইত তবে কি কারন নীতি শাস্ত্রের কথা মানিলেক না যাহার জ্ঞান নাহি তাহার শাস্ত্রে কি করে যেমন অন্ধের দর্পন। ইহা বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া থাকিল তারপর রাজা

কহিতেছেন আমার এ অপরাধি হইয়াছে এখন
যে অবশিষ্ট বল আছে তাহা লইয়া ফিরিয়া
বিন্ধ্যাচলেতে যাই। সেখানে গৃধ্র চিন্তা
করিতেছেন ইহার প্রতিকার করা উপযুক্ত
দেবতা গুরু গরু রাজা ব্রাহ্মণ বাল বৃদ্ধ
আতুরে সদা কোপ কর্ত্তব্য নহে। ভাল
মহারাজ কিছু ভয় করিও না। শুন ভিন্ন
সন্ধানে মন্ত্রী সন্নিপাতে বৈদ্য কর্ম্ম দেখিতে
পণ্ডিত এই সকলের কথা কর্ত্তব্য কিন্তু সুস্থে কে
পণ্ডিত নহে অপর অল্প কার্য্য আরম্ভ করিলেও
ব্যাপ্ত হইলে কদাচ হয় না মহা কার্য্য আরম্ভ
করিলে যদি বিবেচনা করিয়া চলে তাহাও
সিদ্ধি হয়। মহারাজ তোমার প্রতাপে যুদ্ধে
জয় করিয়া আপনকার কীর্ত্তি প্রতাপ সহিত
শীঘ্র বিন্ধ্যাচলে লইয়া যাইব। রাজা কহিতে
ছেন এখন অল্প বল আছে কি প্রকারে যুদ্ধ
সম্পন্ন করিবা। গৃধ্র কহিতেছেন মহারাজ

অকলি হইবেক যদি জয় করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র করিয়া সকল পথ রোধ কর। তদনন্তর প্রেরিত বকেতে সেই কথা রাজা হিরন্যগর্ব্ভের নিকট যাইয়া কহিল মহারাজ এখন অল্প বল চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রনা উপচ্ছন্ন করিয়া সকল পথ রোধ করিবেক। রাজা কহিতেছেন সর্ব্বজ্ঞ এখন কি উপায়। চক্রবাক কহিতেছে আপন সৈন্যের মধ্যে সার অসার বিচার করুন তাহা জানিয়া প্রচুর স্বর্নাদি যে যেমন যোগ্য তাহাকে তেমনি প্রদান করুন মুক্ত হস্ত রাজার রাজ সিংহাসন ও রাজলক্ষ্মী কখন ত্যাগ হয় না। অন্য প্রকার যজ্ঞে বিবাহে দুঃখে রিপুক্ষয়ে যশস্করে কর্ম্মে মিত্র সংগ্রহে প্রিয় স্ত্রীতে ধনে বান্ধবে এ সকলে অতি ব্যয় না করিলে বসীভূত হয় না। মুর্খ যে সে অল্প ব্যয় ভয়েতে সর্ব্বনাশ করে। কোন পণ্ডিত আপন স্ত্রী ত্যাগ করে ব্যাপ্যার সুদ্ধ মেবাড়ে। রাজা

কহিতেছেন এখন কেমন করিয়া অত্তি ব্যয় করিতে কহ। মন্ত্রী কহিতেছে আপদাযে ধন রক্ষা করে। আপনকার আপদ পড়িয়াছে ইহাতে কৃপনতা করিবেন না শ্রীমতের আপদ কোথায়। রাজা কহিতেছেন লক্ষ্মী চলিত হয়েন। মন্ত্রী কহিতেছেন তখন সঞ্চিত ধন তাও বিনাশ হয়। সে বলিতেছে মহারাজ এখন কার্পন্য ঘুচাইয়া দানেতে ও মানেতে আপন সৈন্যের পুরস্কার করুন পরস্পর হৃষ্ট মনে প্রধান মন্ত্রী রাজা কর্তৃক সম্ভ্রান্ত হইলে শত্রুর বল নষ্ট করে অপর আপন সৈন্য যাহার শীল সম্পন্ন তাহারা শত্রুর পাঁচ শত পুর নষ্ট করে। যে হেতুক সত্য শৌর্য্য দয়া ত্যাগ এই নৃপের মহত গুন ইহাতে রাজাকে যুক্ত করে। এই কথাতে অমাত্যের পুরস্কার কর্ত্তব্য অতএব যাহার যেমন বুদ্ধি থাকে তাহাকে সেই মত ব্যয় করিয়া নিযুক্ত করুন তাহারা আপন

প্রাণ ও বল দিয়া কর্ম্ম করিবেক। শুন মহা
রাজ সূর্য্য কোটি যাহার সমান শামর্থ্যে তেমনি
প্রত্যয় আর নিত্য ভৃত্যের অপেক্ষা করে সে
রাজার পৃথিবী বশদা অবশ্য হয়েন আর যে
রাজা মত্ত হস্তীর ন্যায় মদান্ধ হয় তাহার লক্ষ্মী
থাকে না। এই সকল কথোপকথন হইতেং
মেঘবর্ণ আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিতেছে
মহারাজ দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হওক সম্প্রতিক
বিপক্ষ দল দ্বারে বর্ত্তমান তাহারদের
বাহিরে রাখিয়া আপনার কাছে নিবেদন
করিতে আইলাম। চক্র কহিতেছে এমন
নয় যদি বাহিরাইয়া যুদ্ধ করিবা তবে বলাশ্রয়
বৃথা হয় অপর বিষম যে কুম্ভীর জল হইতে
নির্গত হইয়া অবশ হয় তেমনি বন হইতে শূর
যে সিংহ নির্গত হইলে সে শৃগালের মত
হয়। মহারাজ আপনি গিয়া দেখুন বলের
দিগিকে পুরস্কার করিয়া যদি স্বামী যুদ্ধে

অবলোকন করেন তবে কুক্কুর যে সে সিংহের সদৃশ হয়। তারপর তাহারা সকলে দ্বারে গিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রবর্ন রাজা গৃদ্ধ্রকে কহিতেছে এখন ক্ষমা দেহ। গৃধ্র বলিতেছেন শুন মহারাজ এখন ভয় করিবেন না যেমন শক্তি যত্ন ক্রমেতে করক। মন্ত্রী রাজার কর্নে কহিতেছেন এখন এই। তারপর দিবস সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে বনের চারিদিগের দ্বারে ও সকল বনে কাকেতে একেবারে অগ্নি ফেলাইয়া দিল। তারপর গেলং বনের মধ্যে এই কোলাহল শব্দ করিতেং সর্ব্বত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা দেখিয়া রাজহংসের সৈন্যেরা জলে প্রবেশ করিল। যে হেতুক সুমন্ত্রী সুবিক্রান্ত সুযোদ্ধা সুপলাইত কার্য্য কালে যেমন শক্তি তাহাই করিবেক বিচার করিবে না। রাজহংস স্বভাব মন্দ গতি দ্বিতীয় সারস। ইহার মধ্যে চিত্রবর্নের সেনাপতি কুক্কুট

আসিয়া বেষ্টিত হইল। তখন হিরন্যগর্ব্ব সারস কে কহিতেছেন আমিতো গেলাম তুমি কি কারন আমার অনুরোধে আপনার প্রান নষ্ট কর তুমি যাইতে শক্ত আছ জলে গিয়া আপন প্রান রক্ষা করহ আমার আশা আর করিও না তারপর আমার পুত্র চূড়ামনীকে সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রীর সহিত রাজা করিও। সে কহিতেছে মহারাজ এমন আজ্ঞা করিবেন না আপনি জয় করিবেন আমি কহি আমার দেহে প্রান থাকিতে এমন বীর কে আছে কাহার শক্তি এ পথে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি দাতা ক্ষমাবন্ত গুনগ্রাহী স্বামীর দুঃখে দুঃখী। রাজা বলিতেছেন এ সত্য কিন্তু শুচি দক্ষ অনুরক্ত এমন ভৃত্য পাওয়া দুর্ল্লভ। সারস কহিতেছেন শুন মহারাজ যদি সমরে মৃত্যুর ভয় কর তবে তাহা বল তাহার মত করা যায় মরন অবশ্য আছে তবে কি কারন পলাইয়া যশ ঘুচাইব